সংবাদ

তারিখ ... 27 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৭ ...

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নবম জাতীয় সম্মেলন শুরু

সারাদেশে ব্যাপক হারে শিক্ষক নির্যাতনের অভিযোগ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ সারাদেশে সরকার সমর্থক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে শিক্ষকরা ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। নির্যাতনের শিকার হয়ে শত শত নিরপরাধ শিক্ষক ইতোমধ্যে চাকরি হারিয়েছেন। এমন কি সরকারদলীয় এমপির হাতে লাঞ্ছিত ও পদত্যাগে বাধ্য হওয়ার পর প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়ে ইতোমধ্যে এক শিক্ষক মৃত্যুবরণও করেছেন। সোমবার সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির নবম জাতীয় সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রদত্ত রিপোর্টে এই তথ্য দেয়া হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা শিক্ষক নির্যাতন বন্ধ, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি এবং অভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানান। সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য সৈয়দ আবুল হোসেন এমপি, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী খুরশিদ আলম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত প্রস্তাবাবলিতে সারাদেশে শিক্ষক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে বেসরকারি স্কুল-কলেজের ম্যানেজিং কমিটিতে সরকারদলীয় এমপি অথবা তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রবেশের সুযোগ ঘটে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ম্যানেজিং কমিটির সরকারদলীয় সভাপতি ও সদস্যরা স্কুল-কলেজকে দলীয়করণ করার উদ্দেশ্যে নিরপরাধ শিক্ষকদের বেপরোয়াভাবে চাকরিচ্যুত করছে। নির্দলীয় শিক্ষকরাই

সম্মেলন ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

সম্মেলন ঃ শুরু

(১২ পৃষ্ঠার পর)

সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। যারা এ নির্যাতনের ব্যাপারে প্রতিবাদ করছেন তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের, মস্তান লেলিয়ে দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয়। এ ব্যাপারে সমিতির সাধারণ সম্পাদক তার বক্তব্যে আরও বলেন, গত এক বছরে যত শিক্ষক নির্যাতিত হয়েছেন, স্বাধীনতার পর এত শিক্ষক নির্যাতনের ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। বাংলাদেশের শিক্ষকরা নির্যাতনের অসহনীয় দুঃসময় অতিক্রম করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্রদত্ত রিপোর্টে জানানো হয়, ঢাকা মহানগরীর ডেমরা থানায় সরকারদলীয় এমপির হাতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষক নির্যাতিত হয়েছেন। এই থানার বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রধান শিক্ষক এম. বাকি সরকারদলীয় এমপি কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে পদত্যাগে বাধ্য হন। এতে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়ে কয়েকদিন পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ডেমরা এলাকার বেশ কয়েকজন শিক্ষক জানান, ডেমরা এলাকার সরকারদলীয় এমপি এলাকার প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাপারে তারা অসংখ্যবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সরকারের উচ্চ পর্যায়কে অবহিত করলেও কোন ফল পাননি। উপরন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওই এমপি নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। ডেমরা এলাকার শিক্ষক নির্যাতন নিয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে বলেও তারা জানান। রিপোর্টে রাজনৈতিক কারণে ঢাকার ১২টি স্কুল ও কলেজের প্রধানদের অপসারণ করার বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়।

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী পেশাগত স্বার্থ রক্ষার জন্য শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা দরকার, কিন্তু কখনও শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকারিকরণ করা উচিত নয়। তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরে বলেন, দেশের বিদ্যমান বিভিন্ন ধারার শিক্ষা পদ্ধতি সংবিধান পরিপন্থী। তিনি মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিষয় নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের এমপি সৈয়দ আবুল হোসেন শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষকদের নির্যাতন করে কোন সরকার, কোন দল খুব বেশিদিন ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না। তিনি বলেন, আপনারা নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন, আপনারা ঐক্যবদ্ধ হলেই দুঃসময় কাটিয়ে জাতির জন্য সুসময় আনতে পারবেন। তিনি শিক্ষক নির্যাতনের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, একটি গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে এ ধরনের শিক্ষক নির্যাতন খুবই দুর্ভাগ্যজনক। তিনি শিক্ষক নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

এই সম্মেলনে সারাদেশ থেকে প্রায় ২ হাজার শিক্ষক প্রতিনিধি অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এবং বাংলাদেশ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যপরিষদের প্রধান অধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী ও প্রবীণ শিক্ষাবিদ হেনা দাস উপস্থিত ছিলেন।

দু'দিনের এই সম্মেলন আজ শেষ হবে বলে আয়োজকরা জানান।